আজকের কাগজ

তারিখ 26 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

26

চ.বি ভিসি প্যানেল নির্বাচনের ওপর হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

জামাত-শিবিরের নীল নকশায় আবারো ভিসি হতে যাচ্ছে আই আর চৌধুরী

চট্টগ্রাম অফিস ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাত-শিবিরের নীল নকশা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘন করে রাজাকার ভিসি আরআই চৌধুরী আবারো নিয়োগ পেতে যাচ্ছে। আজ অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হাইকোর্ট। জামাতি শিক্ষক হিসেবে পরিচিত বনবিদ্যার ডঃ মোঃ কামাল বাদল ভিসি প্যানেল নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গত রোববার রীট আবেদন করে। ফলে আগামী ২ জানুয়ারি হাইকোর্ট খোলার পর এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ শুনানি অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

উল্লেখ্য, আগামী ৩০ ডিসেম্বর বর্তমান ভিসির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ভিসি আরআই চৌধুরী ভিসি হওয়ার লক্ষে '৯০ সালে জামাত-শিবিরকে দিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। জামাত-শিবির বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত ভিসি আলমগীর মুহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা লাগাতার ধর্মঘট, অবরোধের ডাক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে তাদের দখলে নিয়ে যায়। ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর শিবির ক্যাডাররা সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও শিক্ষকদের একটি প্রতিবাদ মিছিলে হামলা চালায়, ছাত্রী, শিক্ষিকাদের লাঞ্ছিত করে। তাদের হামলায় মারা যায় ছাত্রমৈত্রীর নেতা ফারুকুজ্জামান। পঙ্গুত্ববরণ করে অসংখ্য ছাত্র। জামাত-শিবিরের চাপের মুখে নির্বাচিত ভিসি আলমগীর সিরাজকে উপনিবেশিক কালাকানুন কোলেজেজ এ্যাক্ট-এর ৬ ধারায় অপসারণ করে স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবির মনোনীত রাজাকার অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী (আরআই চৌধুরী) কে নিয়োগ দেয়। তার এ নিয়োগের বিরুদ্ধে অধ্যাপক আব্দুল মন্নান হাইকোর্টে একটি রীট আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তা ফাইলচাপা পড়ে যায়। নিয়োগ পেয়ে আরআই চৌধুরী ফারুক হত্যার হত্যার আসামিদের পুরস্কার স্বরূপ ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়। পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে অলিখিতভাবে জামাত-শিবিরের কাছে লীজ দেয়। বন্ধ হয়ে যায় মুক্ত বুদ্ধিচর্চা, চিন্তা, চেতনা। নিজের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সিনেট নির্বাচন দেয়া থেকে বিরত থাকে। শিক্ষকদের চাপের মুখে সিনেট নির্বাচন তারিখ ঘোষণা করে গত ৩০ নভেম্বর। রাজাকার ভিসি আরআই চৌধুরীর পরামর্শে জনৈক জামাতি শিক্ষক আব্দুল গফুর আদালতে এক আবেদন করলে আদালত নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। ফলে নির্বাচন চাপের মুখে পুরানো সিনেট দিয়ে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের দাবি জানালে ভিসি ২৬ ডিসেম্বর সিনেট অধিবেশন ডাকে। কিন্তু জামাতি স্বার্থি রক্ষাকারী ভিসিকে সাদা ও গোলাপী কোনো প্যানেলে প্রার্থী হিসেবে দেয়নি। এতে হতাশা ও শংকিত হয়ে জামাত-শিবির নিজের আধিপত্য খর্ব হওয়ার আশংকায় তাদের সমর্থক জনৈক শিক্ষককে দিয়ে নির্বাচনের ১ দিন আগে নীল নকশা অনুযায়ী মামলা করেছে বলে সিনেট প্রতিনিধিরা জানায়।

এদিকে শিক্ষক সিনেট সদস্য হাসানুজ্জামান, অনুপম সেন, হামিদা বানু, ফসিউল আলম, আবু ইউসুফ, আলী ইমদাদ খান, আনোয়ারুল আজিম আরিফ, আব্দুল মান্নান, মনীন্দ্র কুমার, মিজানুর রহিম, সুলতান আহমেদ, আলাউদ্দিন সিনেট প্যানেল নির্বাচনে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারির পরিপ্রেক্ষিতে এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘন করে উপাচার্য পদে বর্তমান উপাচার্য আবারো একই পন্থায় বেআইনভিবে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে চলেছেন।